শ্রীশ্রীব্রহ্ম-যামলঃ

শ্রীচৈতন্য-কল্প

মূল সংস্কৃত ও পদ্যানুবাদ

শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ
সম্পাদিত

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-যামলঃ

শ্রীচৈতন্য-কল্প

[শ্রীশিব-পার্বতী-সংলাপ]

মূল সংস্কৃত ও পদ্যানুবাদ

শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থিত গভঃ সংস্কৃত কলেজের
বৈষ্ণবদর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ

শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ
সম্পাদিত

নবদ্বীপ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীগৌর-আবির্ভাব বাসর

প্রকাশক—শ্রীমধুসূদন অধিকারী ব্যাকরণ শাস্ত্রী

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভর লাইব্রেরী
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর
পোঃ গোপীবল্লভপুর
জেলা—মেদিনীপুর।

২। শ্রীশ্রীগুরু করুণা নিকেতন
আমপুলিয়া পাড়া
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

৩। শ্রীমধুসূদন অধিকারী
ব্যাকরণ শাস্ত্রী
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
প্রাচীন মায়াপুর
পোঃ-নবদ্বীপ, নদীয়া।

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

৫। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির
শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
পোঃ তমলুক, মেদিনীপুর।

৬। শ্রীতুলাল গোস্বামী
শ্রীশ্রীগোবিন্দ আশ্রম
পোঃ-হোজাই
জেলা-নওগাঁ, আসাম।

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিষয় — পৃষ্ঠা

শ্রীব্রহ্মযামল

কৈলাস বর্ণন

সত্য যুগে যেই আগে আদি দৈত্য বধে,
নরহরি রূপ ধরি রাখিলা প্রহ্লাদে।
স্ব-কৃপাতে যে ত্রেতায় রাম রূপ হইল,
সেতু বন্ধ দশস্কন্ধ বধাদি করিল।
অনুপম ঘনশ্যাম রূপ দ্বাপরেতে,
ত্রি-ঈপ্সিত অপূরিত হইল তাহাতে।
অনুরাগে কলিযুগে হইল গৌর তনু,
অনর্পিতে ভক্তে দিতে শচী অঙ্গ-জনু।
গুরু রূপ সে স্বরূপ পঞ্চতত্ত্ব ময়.
তাঁর স্তুতি তাঁর নুতি সবাকার হয়।
একারণে সে চরণে প্রণিপাত করি,
নিত্যানন্দ পদারবিন্দ শিরোপরে ধরি।
শ্রীঅদ্বৈতে ভক্তি মতে করিয়া প্রণতি,
জীবন্মুক্ত গৌর-ভক্ত তা সবারে নুতি।
লক্ষ্মী-জনার্দ্দন সহ শ্রীরাধা-গোবিন্দ,
সদা ধ্যান করি পায় ঐ পদারবিন্দ।
কৌলিক দেবতা এই হয়েন আমার,
শরণ লইলে বাঞ্ছা পূরণ সবার।

গণেশাদি পঞ্চদেবে করি নমস্কার,
সর্ব্বদা মঙ্গল দাতা প্রাণী সবাকার।
লক্ষ্মী সরস্বতী পদে প্রণতি বিস্তর,
ভাষা প্রতি মোর স্মৃতি দেহ মা সত্বর।
স্বয়ং কৃষ্ণ গুরুদ্বয় জানিহ নিশ্চয়,
যাঁর একাংশেতে বিশ্ব জীব সমুদয়।
তাঁহার বৃত্তান্ত কিছু করি নিবেদন,
পুনরুক্তি কৈনু গুরু দ্বয়ের কারণ।
সহস্র দলেতে সুক্ষ্মরূপে যেই হরি,
জীবের অরণ রক্ষা করে কৃপা করি।
আর এক মূর্ত্তি তিনি করিয়া ধারণ,
চৈত্যরূপা বার দলে স্থিতি অনুক্ষণ।
দীক্ষা লাগি একমূর্ত্তি সদ্গুরু হইয়ে,
যার উপদেশ মন্ত্রে যায় মুক্তি পেয়ে।
একে তিন তিনে এক জানহ নিশ্চয়,
ভিন্ন জ্ঞান না করিহ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সদ্গুরু আশ্রয়ী হও কহি বারে বারে,
যোগী পুরুষের গুরু জানিহ শঙ্করে।
বহু তন্ত্র আদি কহিলেন পঞ্চানন,
চৈতন্যের তত্ত্ব যিনি করেন ধারণ।
দেবীর বাসনা যে যামল শুনিবারে,
নিবেদিনু প্রভু এবে বলহ আমারে।

দেবী প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া দিগম্বর,
ব্রহ্ম-যামল কহিলেন দেবেশ্বর।
তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার শ্লোক হয়,
জ্যোতিষ শাস্ত্র সমুদয় জানিহ নিশ্চয়।
শ্লোক শুনি মহামায়া আনন্দ হইল,
হিমগিরি সুতা স্তব করিতে লাগিল।
সে মহাদেবের পদে প্রণতি আমার,
তার প্রকাশিত শাস্ত্র করিব প্রচার।
যত্নেতে যাহারে হর হৃদয়ে ধরিল,
পার্ব্বতীরে স্নেহ করি পরে প্রকাশিল।
সে শ্লোক পয়ার পরে করিব বর্ণন,
অগ্রেতে কহিয়া মহাদেব বিবরণ।
দেবতার দেব প্রভু গুরু রূপে শ্রেষ্ঠ,
আশুতোষ নাম তাতে অল্পে হন তুষ্ট।
সেই প্রভু স্থানে অগ্রে করি নিবেদন,
ত্রিতাপ হরণ মম কর পঞ্চানন।
ভব তব স্তব বাস কে পারে বর্ণিতে,
বাসনা করেছি বাস স্তব বর্ণনেতে।
মহিমা তোমার বর্ণে কার হেন শক্তি,
কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র সেই শৈল পুত্রী।
তব বাস কৃত্তিবাস শোভে মনোহর,
স্ফটিকাদি বিনির্ম্মিত অতীব সুন্দর।

পরিখা সংযুত সপ্ত দ্বারের বর্ণনে,
অষ্ট মূর্ত্তি আদি দেব কৃপা কর দীনে।
শ্রোতাগণ শ্রীচরণ বন্দি পুনঃ পুনঃ,
কৃপা করে শিবাশ্রম বর্ণনাদি শুন।
দেবের দেবতা দেব জগৎ সংসারে,
চারি বর্ণ পূজা যাঁর করে সমাদরে।
রুদ্র না পূজিলে হয় শূকর সমান,
যোগতন্ত্র আদি শাস্ত্রে আছয়ে প্রমাণ।
এইত বন্দনা অন্য শাস্ত্র মত হয়,
যামলের কথা পরে কব সমুদয়।
যার কৃত শাস্ত্র তার স্মরণ লইবে,
তবে বিঘ্ন না হইবে কামনা পূরিবে।
আমি ক্ষুদ্র জীব সদা মনে ভয় করি,
আশা পূর্ণ কর মম দেব ত্রিপুরারি।

—ঃ০ঃ—

(শ্রীনারদ গোস্বামীর কৈলাস প্রবেশ এবং কৈলাস বর্ণন ও মহাদেবের স্তব)

চলে ঋষি পুণ্যরাশি হয়ে ত্বরান্বিত,
গেলা হিমালয় পারে, স্বর্গমন্দাকিনী তীরে,
কৈলাসেতে হৈল উপনীত।

বটবৃক্ষ তথা দেখে অতি মনোহর,
যামলের আয়ত, সুশোভিত স্কন্ধ শত,
রক্ত পক্ক ফল বহুতর ॥

নানা পক্ষে শোভা বৃক্ষে, দিব্য স্নিগ্ধ ছায়া,
স্নিগ্ধ মুনি যোগীগণ, তথা শোভে সুশোভন,
চলে ঋষি সবা প্রণমিয়া।

তদন্তরে গেল ধীরে পার্ব্বতী কানন,
সুন্দর বর্ত্তুলাকার, চারি যোজন বিস্তার,
সপ্ত সরোবর সুশোভন ॥

মধুপানে, বাঞ্ছা মনে, ভ্রমে ভৃঙ্গগণে,
নীল রক্তোৎপল দলে, শোভা করে সেই জলে,
আর নানা পুষ্প পুষ্পোদ্যানে।

বক জাতি কুন্দ জাতি মন্দার মালতী,
মল্লিকা মাধবীলতা, কেতকী চম্পক তথা,
তুলসী সেফালী নানা জাতি ॥

আম্রবৃক্ষ আম্রাতক লাঙ্গুলি খেজুর,
গুবাক জাম্বীর আদি, অন্য ফল যাবদি
পক্ক সব শোভিছে প্রচুর।

শাল তাল শোভে ভাল শাল্মলী শ্রীফল,
সাকোট কবট নিম্ব, গাম্ভারি বল্তুকদম্ব,
ভূর্জ্জপত্র আদি যে সকল ॥

লক্ষ লক্ষ কল্প বৃক্ষ চন্দন পল্লব,
সুস্নিগ্ধ করেছে তাতে, ভূমি চাম্পা সুবাসিতে,
অন্য বর্ণ বৃক্ষ আদি সব।

মৃগপতি খড়্গী হাতী শার্দ্দূলাদি করি,
মহিষ শূকর অশ্ব, শল্লক ভল্লুক শশ,
কৃষ্ণসার হরিণ চামরী ॥

পিকবর মধুকর সুনাদ ঝঙ্কার,
রাজহংস ক্ষেমঙ্করী, শুক ময়ূর আদি করি,
খঞ্জনাদি নানা জাতি আর।

রক্ত পীত সিতাসিত পাটল হরিত,
সুপক্ক ফলের শোভা, নানা পল্লবের আভা
এইরূপে কানন শোভিত ॥

মহদাদি ক্ষুদ্রাবধি যত জন্তুগণ,
মিত্র ভাব পরস্পর, দ্বেষ হিংসা দূরতর,
আনন্দে সকলে বিহরণ।

হরগৌরী মনোহারি তথা ক্রীড়া স্থান,
পরিমিত ক্রোধ যুত, বর্ত্তুলেন্দু বিম্বগত,
নানা বর্ণে মণীন্দ্রে নির্ম্মাণ ॥

মনোহর শোভাকার স্তম্ভ বিচিত্রিত,
মায়া জাল সুবেষ্টিত, সুখ তল্প বিরাজিত,
চম্পকাদি করে সুবাসিত।

তদন্তর ঋষিবর গেলা গঙ্গাধার.
ফটিক বরণী ধনী, সর্বপাপ বিনাশিনী,
কৃষ্ণ পদে উদ্ভব যাহার ॥

সে সলিলে কুতূহলে স্নান কৈল মুনি,
যে প্রভু প্রকৃতি পর, সর্ব সাক্ষী গুণান্তর,
কৃষ্ণ পূজা করিল আপনি।

তার আগে রাজ-মার্গে দেখে মুনিবর,
ফটিক আকার মণি, তত্র যুক্ত সুগাঁথনি.
কৈল বিশ্বকর্ম্মা কারিকর ॥

সত্ত্ব জ্ঞান পুণ্যবান দৃষ্ট সেই স্থান,
যেই জন অপরাধী, কৃষ্ণ পাপী নানা বিধি,
তারা সব দেখিতে না পান।

ধনু শত প্রস্থ পথ চিত্র বিচিত্রিত,
দীর্ঘে কোটীগুণ তার, সকল আশ্রম বীর,
হেন রাজমার্গে বিরাজিত ॥

শিব বিবাহের রথ

অগ্রসর মনোহর দেখে রথ খান,
অমূল্য রত্নে নির্ম্মাণ, ধনু লক্ষ পরিমাণ,
মনোযায়ী সুন্দর বিমান।

চক্রশত তাহে যুক্ত উর্দ্ধ বহুতর,
বহ্নি শুদ্ধাং সুখান্বিত, হিয়া সার বিনির্ম্মিত,
কলস উজ্জ্বল মনোহর ॥

মণি সার দিব্য হার রতন দর্পণ।
রত্ন দ্বীপ সুদীপিত, মুক্তা মুষ্টি নিবন্দিত,
বিশদ চামর সুশোভন।
পরিষ্কৃত পারিজাত মাল্য সুশোভন।
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন রবি, সহস্র উজ্জ্বল ছবি,
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নির্ম্মাণ॥
সর্বকাম অবিরাম পূরণ করয়,
যথা যেতে ইচ্ছা যার, তথা করে আগুসার,
যুক্ত সর্ব ভোগ দ্রব্য চয়।
তাতে বন সুশোভন কল্প বৃক্ষ পর,
সংসিক্ত চিত্রিত তাতে, কাম সন্দীপন যাতে,
এইরূপ মন্দির সুন্দর॥
শিব শিবা দোঁহে বিভা হয়ে ছিল যবে,
এ রথ গোলোক হতে, উভয়ের ক্রীড়নার্থে,
কৃষ্ণ পাঠাইয়া ছিল তবে।
রথ দেখি সকৌতুকী চলে তপোধন,
তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, অতিশয় মনোহরে,
দেখিলেন শিবের সদন॥
পরিপাটী শত কোটী রত্নেন্দ্রের ঘর,
রত্ন ধাতু বিচিত্রেতে, রত্ন যুক্ত কপাটেতে,
স্তম্ভ সোপানেতে মনোহর॥

চতুর্ভিত সুবেষ্টিত তৃতীয় পরিখা,
সতাসৎ গম্যাগম্য, প্রাকার তাহাতে রম্য,
ধনুলক্ষ উচ্চতার লেখা।
সপ্ত দ্বার শোভে তার নানা রক্ষকেতে,
চতুঃশালাগণ তাতে, ধনু শত সহস্রেতে,
রতন নির্মাণ বিরাজিতে॥
আদ্য দ্বার গেল তার নারদ প্রথম,
কৃত্রিম রতন ভিতে, পূর্ণ বৃন্দাবন তাতে,
শ্রীরাসমণ্ডপ মনোহর।
মনোহর কুঞ্জঘর সহস্র শোভিত,
প্রতি রত্ন মন্দিরেতে, রাধাকৃষ্ণ রূপ তাতে,
পুষ্প মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত॥
দ্বারপাল শোভে ভাল মণিভদ্র নাম,
ত্রিশূল পট্টিশ ধর, ব্যাঘ্র চর্মাম্বর পর,
সম্ভাষি চলিল গুণধাম।
তদন্তর মুনিবর দ্বিতীয় দ্বারেতে,
দেখিল রতন ভিতে, সুচিত্র লিখিত তাতে,
শ্রীযমুনা কদম্ব বেষ্টিতে॥
দিগম্বরী গোপনারী ক্রীড়া করে জলে,
সমূহ বসন লয়ে, কদম্বাগ্রে আরোহিয়ে,
শ্রীকৃষ্ণ আছেন হাস্য ছলে।

মহাকাল দ্বারপাল শোভে শূলপাণি,
কৃপান্বিত সেই দ্বারি, তাহারে সম্ভাষ করি,
তৃতীয় দ্বারেতে গেল মুনি ॥
বটবৃক্ষে তথা দেখে অদ্ভুত গঠন,
গোপ শিশুগণ সঙ্গে, বাল্য-ক্রীড়া করে রঙ্গে,
মধ্যে বসি নন্দের নন্দন।
হর্ষ হয়ে বিপ্র জায়া দত্ত সুপায়স,
শিশু সনে ভুক্ত বস্ত, আনন্দে শ্রীরাধাকান্ত,
আস্বাদনে হরষ মানস ॥
হর্ষ হয়ে গেল মুনি চতুর্থ দুয়ারে।
নানা চিত্র ভিতোপরি, গোবর্দ্ধন নামে গিরি,
ধৃতবন্ত কৃষ্ণ বাম করে।
গর্ভস্থ গোকুল যে সুগোপ্য গোপীচয়,
বৃষ্টি ভয়ে ব্যাকুলিত, কৃষ্ণ তাহে কৃপান্বিত,
বাম হস্তে করেন নির্ভয় ॥
সেই দ্বারে শূলকরে নন্দিনামে দ্বারি,
তারে করি নিরীক্ষণ, চলিলেন তপোধন,
পঞ্চম দ্বারেতে ত্বরা করি।

৫

নানাচিত্র কৃত্রিমিতে বীরভদ্র রাখে,
কেলি কদম্বের মূল, শোভিত যমুনাকূল,
কালিয় দমন তাতে দেখে ॥

৬

তার পর ঋষিবর গেল ষষ্ঠদ্বার,
স্বগণেতে সিংহাসনে, তথায় দেখিল বাণে,
চতুর্ভুজ শূল করে তার।
সেই দ্বারে ভিতোপরে চিত্রেতে লিখিত,
মথুরা গমনে হরি, অক্রূরের রথোপরি,
যশোদাদি গোপী শোকান্বিত ॥
তদন্তরে **সপ্তদ্বারে** চিত্র সবিশেষ,
শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ সঙ্গে, গোপ শিশু সহ রঙ্গে,
মথুরায় করেন প্রবেশ।
পুরনারী তাঁরে হেরি আনন্দিত মন,
হরের ধনুক ভঙ্গ, কংসাদি নিধন রঙ্গ,
মা বাপের বন্ধন মোচন ॥
গণপতি তথা স্থিতি আছেন স্বগণে,
ফটিকের মালা হাতে, ব্রহ্ম মন্ত্র জপে তাতে,
মন আছে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে।
তারে দেখি হয়ে সুখী আপনি নারদ,
সাম বেদ উক্ত স্তোত্রে, সপুলক অশ্রু নেত্রে,
স্তব করে প্রণমিয়া পদ।
হে গণেশ বিভু বেশ প্রভু লম্বোদর,
হর পার্বতীর পুত্র, গজমুখ ত্রিনেত্র,
শ্রীদাতা পরমানন্দ পর।

জগদ্গুরু কল্পতরু জগত ঈশ্বর,
মুনিগণ সুর রাজা, করে যার অগ্রে পূজা,
তার পদে প্রণতি বিস্তর ॥

শৈলাঙ্গজা হরি-পূজা করি পুণ্য ব্রতে,
যারে পুত্র পাইল সতী, সুর-শ্রেষ্ঠ গণপতি,
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ প্রণাম তাহাতে।

এতদ্বাণী বলি মুনি অগ্রেতে রহিলা,
দেখি সুপ্রসন্ন মনে, হরষিতে তপোধনে,
গণেশ্বর বলিতে লাগিলা ॥

বলি আমি যাহ তুমি শিব সন্নিধান,
আধ্যাত্মিক জ্ঞান যোগে, ভক্তি লভ মহা ভাগে,
এত বলি হইল অন্তর্ধান।

শ্রীনারদ নিরাপদ হয়ে মুদান্বিত,
গণপতি আজ্ঞা পেয়ে, চলিল আনন্দ হয়ে,
শিব অন্তঃপুরেতে ত্বরিত ॥

সুপবিত্র এই স্তোত্র নারদের কৃত,
পূজাকালে যেই পঠে, সর্ব বিঘ্ন হেলে কাটে,
পদে পদে জয় সুনিশ্চিত।

এক বর্ষ হয়ে হর্ষ যে পড়ে ভক্তিতে,
যশস্বান চিরজীবী, ধনবান কৃষ্ণ-সেবী,
হেন পুত্র লভে সুনিশ্চিতে ॥

মহৈশ্বর্য্য সর্ব পূজ্য হয় সেই জন,
ইহকালে নানা সুখ, কদাচ না জানে দুখ,
বিষ্ণুলোকে অন্তেতে গমন।
মন সাধে নিরাপদে করে এই ছন্দ,
নারদ গোস্বামী কৃত, বিঘ্ন বিনাশন স্তোত্র,
বিরচিল শ্রীজয় গোবিন্দ ॥

অতঃপর গেল মুনি শিব বরাবর,
রত্ন হিংহাসনে তথা দেখিল শঙ্কর ॥
ব্যাঘ্র চর্মাম্বর ধর মুখে মন্দ হাস।
শেখরেতে অর্দ্ধচন্দ্র করিছে প্রকাশ ॥
প্রসন্ন বদন শান্ত শ্রীমন্ত ঈশ্বর।
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ গঙ্গা জটাধর ॥
ভক্ত-প্রিয় দেব ব্রহ্ম-তেজোজ্জ্বল প্রভা।
ত্রিনেত্র পঞ্চ-বক্ত্র কোটী চন্দ্র শোভা ॥
যেই প্রভু পরমাত্মা জ্যোতিঃ সনাতন।
নির্গুণ নিরীহ সর্ব সম্পদ কারণ ॥
স্বেচ্ছাময় সর্ব বীজ প্রকৃতির পর।
সেই কৃষ্ণ নাম জপিছেন নিরন্তর ॥
সিদ্ধ মুনি দেবেন্দ্র সকল সেবে পায়।
পার্ষদ প্রবর শ্বেত চামর ঢুলায় ॥

চরণ সেবনে দুর্গা আছেন তৎপর।
স্তব করে ভদ্র কালী করি যোড় কর॥
গজানন ষড়ানন আছে অগ্রসরে।
গলায় বসন দিয়া দণ্ডবৎ করে॥
সদ্‌গতি শিবের প্রণমি দুটী পদ।
যোড় করে স্তব তাঁরে করিছে নারদ॥
প্রণমি তোমাতে প্রভু তুমি জগন্নাথ।
আইনু অনাথ নাথ তোমার সাক্ষাৎ॥
স্মরণ লইনু আমি তোমার চরণে।
পালন করহ প্রভু আপনার গুণে॥
যোগীন্দ্র বন্দিত পদে আমার প্রণাম।
মুনীন্দ্র বন্দিত পদে নতি অবিরাম॥
পরম ঈশ্বর পুরুষার্থ প্রদায়িনে।
পরমেশ স্বরূপের প্রণাম চরণে॥
গুরু তরু বীজ চারু তরু ফল রূপে।
নির্বীজ যে প্রভু সর্ব বীজের স্বরূপে॥
জয় বিজয় আত্মক জয়েশ ঈশ্বর।
জয়ানন্দে সর্বানন্দে প্রণাম বিস্তর॥
এত বলি রহে ঋষি শম্ভুর অগ্রেতে।
প্রসন্ন বদনে শিব কহেন তাহাতে—
বর মাগ মহাভাগ মনের বাঞ্ছিত।
সর্ববর দাতা আমি দিবত নিশ্চিত॥

সুখ মূর্ত্তি হরিভক্তি হরির দাসত্ব।
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিবা দেবত্ব রাজত্ব॥
সিদ্ধৈশ্বর্য্য সিদ্ধবীজ বেদ-বিদ্যাপতি।
অণিমাদি সিদ্ধিগণ মনোয়ায়ী গতি॥
স্ব শরীরে হরিপদে হেলায় গমন।
এই সব বাঞ্ছা মধ্যে কিবা তব মন॥
তাহা বল মুনি শ্রেষ্ঠ দিব সে সম্পদ।
শিব মুখে এত শুনি বলেন নারদ—
হরি ভক্তি তন্নাম সেবনে রুচি দেহ।
গুণাখ্যানে মতি থাকু কর অনুগ্রহ॥
নারদ বচন শুনি হাসিলা শঙ্কর।
দুর্গা ভদ্রকালী আর স্কন্দ গণেশ্বর॥
সর্ব বর নারদে দিলেন শূলপাণি।
সর্ব প্রদ সর্বেশ্বর কারণ আপনি॥
এই স্তব নিত্য পাঠ করে যেই জন।
হরিভক্তি নাম গুণে সদা রুচি মন॥
দশ লক্ষ জপে এই স্তব সিদ্ধ হয়।
স্তব সিদ্ধ হলে সর্ব সিদ্ধ সুনিশ্চয়॥
ইহলোকে এক লক্ষে শ্রীপতি কমলা।
থাকেন তাহার ঘরে নিশ্চিত নিশ্চলা॥
পরিপূর্ণ মহৈশ্বর্য্য সদা তার থাকে।
অন্ত কালে গমন করয়ে বিষ্ণু লোকে॥

হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয় তনয় লভয়।
সুসাধ্বী সুবিনীতা সুব্রতা ভার্য্যা হয়॥
প্রজাবান্ ভূমিমান যশ কীর্ত্তিমান।
বিদ্যাবান সুকবিতা বর্ণনেতে জ্ঞান॥
এই স্তব একবর্ষ করিলে শ্রবণ।
সন্তান লভয় তাহে মহা বন্ধ্যাগণ॥
গলত কুষ্ঠ আদি করি রোগ সমুদয়।
এই স্তব পাঠে হয় সর্ব পাপ ক্ষয়॥

এমন কৈলাস স্থানে থাকি দুই জনে।
যামলের প্রশ্নোত্তর হয় নিশিদিনে॥

—:০:—

শ্রীভগবদ্ বাণীর দুই ধারা

শ্রীশিব—আগম-বিভাগ
কল্প, যামল, রহস্য
পঞ্চরাত্র, তন্ত্র, সংহিতা
শ্রীশ্রীতন্ত্র ভাগবতম্

শ্রীব্রহ্মা—নিগম-বিভাগ
বেদ, স্মৃতি, পুরাণ
শ্রীমদ্ ভাগবত
শ্রীশ্রীমন্ত্র ভাগবতম্

ব্রহ্ম জামলঃ।

নিশায়াঞ্চ সমুত্থায় দেবী পপ্রচ্ছ শঙ্করম্।
গাত্রমুত্থাপ্য হে দেব চৈতন্যো ভব শঙ্কর॥ ১
উত্থিতঃ পার্ব্বতীনাথো হরিং স্মৃত্বা জটাধরঃ।
উবাচ পরয়াবিষ্টঃ কৃপয়া পার্ব্বতীং প্রতি॥ ২
কলৌ প্রথম-সন্ধ্যায়াং হরিনামপ্রদায়কঃ।
ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচী-গর্ভে জনার্দ্দনঃ॥ ৩
জীব-নিস্তারণার্থায় নাম-বিস্তারণায় চ।
যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যো মনসা ভাতি সর্ব্বদা॥ ৪

অথ ভবিষ্যৎ কথায়াং পার্ব্বতী তমনুস্মৃচয়তি—

পার্ব্বত্যুবাচ—

ভগবন্ দেব দেবেশ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারক।
চৈতন্যকল্পং ভগবন্ কথয়স্ব ময়ি প্রভো॥ ৫
নবদ্বীপে কথং কৃষ্ণো ভগবান্ ভক্ত-বৎসলঃ।
জাতঃ কিং কর্ম্ম-কর্ত্তুং বৈ শচ্যাঃ পুত্রঃ প্রভুশ্চ যঃ॥ ৬
কথং সোঽপ্যবতীর্ণো হি বিনা সংসার-কারণাৎ॥ ৭

শ্রীশঙ্কর উবাচ—

একাগ্র মানসো ভূত্বা শৃণু বক্ষ্যাম্যহং ত্বয়ি।
যুগদ্বয়ে গতে চৈব আগতে চ কলৌ যুগে॥ ৮

লোকান্ স্বধর্ম্ম-রহিতান্ দৃষ্ট্বা তচ্চ দিবৌকসঃ।
লোকানাঞ্চ হিতার্থায় ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ॥ ৯

দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবগণান্ পরিম্লান মুখ শ্রিয়ঃ।
উবাচ কথমত্রেতি কিম্ কার্য্যং বা বদস্ব মে॥ ১০

দেবা উচুঃ—

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামো যদর্থমাগতা বয়ন্।
কলিকালে সমায়াতে লোকান্ পাপানুচারিণঃ॥ ১১
স্বধর্ম্ম রহিতান্ দৃষ্ট্বা মনঃ সীদতি নঃ প্রভো।
কথং রক্ষা ভবেত্তেষাং তদুপায়ং বদস্ব মে॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ—

তেষাঞ্চ নিষ্কৃতি র্নাস্তি বিনা কৃষ্ণং দিবৌকসঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং গতবান্ ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠং কৃষ্ণমন্দিরং॥ ১৩
তত্র গত্বা হরের্ধ্যান স্তোত্রমারব্ধবান্ স্বয়ং।
নমঃ পঙ্কজনাভায় নমস্তে বিশ্বভাবন॥ ১৪
নম স্তেঽস্তু হৃষীকেশ লোকানাং পতয়ে নমঃ।
প্রবুধ্য ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তোত্রেণানেন কারণঃ॥ ১৫
উবাচ সস্মিতাং বাচং দেবানাং হিত কারণং।
কিমর্থমাগতা দেবা স্তথ্যং বদত মাচিরং॥ ১৬
যুষ্মভ্যং সম্প্রদাস্যামি যদ্যুষ্মন্মনসি স্থিতন্।

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু দেব জগন্নাথ যদর্থমাগতা বয়ং॥ ১৭

তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি নিবোধ চ বচাংসি নঃ।
লোকানাং কলিনা চৈব স্বধর্ম্মো নাশিতঃ স্বয়ং॥ ১৮
তৎ কুরুষ্ব মহাবাহো লোক-নিস্তারণং প্রভো।
কৃষ্ণঃ শ্রুত্বাঽব্রবীদ্বাক্যং যূয়ং শৃণুত মদ্বচঃ॥ ১৯
কেচিৎ যূয়ং দেবগণা জায়ধ্বং পৃথিবীতলে।
জায়ধ্বং ত্রিদশা যূয়ং কেচনা ভক্তরূপিনঃ॥ ২০
ভবিষ্যামি শচীপুত্রঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকান্ সংতারয়াম্যহম্॥ ২১
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে কৃষ্ণঃ পশ্যতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া দেবতাশ্চ জায়েরন্ পৃথিবীতলে।
অদ্বৈতাশ্চ ততো দেবি অভবন্ কৃষ্ণ-চোদিতাঃ॥ ২২

ইতি শ্রীব্রহ্ম জামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা সংবাদে
অবতরণং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ (১)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শিব উবাচ—

ততঃ স ভগবান্ কৃষ্ণঃ লোক নিস্তার হেতুনা।
অনন্তমুক্তবান্দেবো জায়স্ব পৃথিবীতলে॥ ১
গোকুলে বলরামায় পাতু ত্বাং শৃণু পার্ব্বতী।
নিত্যানন্দঃ স হি ভাবি লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ২

শচী চ দেবকী দেবী বসুদেবঃ পুরন্দরঃ ।
তয়োঃ প্রীতে স ভগবান্ চৈতন্যত্বং গতঃ স্বয়ং ॥ ৩
কলৌ প্রবৃত্তে লোকানাং গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ ।
আবিরাসীৎ গৌররূপী হরিনামেতি সংস্মরন্ ॥ ৪
কলৌ পূজাদিকং নাস্তি ধ্যান যজ্ঞাদিকী ক্রিয়া ।
হরিনাম বিনা দেবি নাস্তি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫
নিত্যানন্দ কলারূপী বলরামঃ স এবঃ হি ।
পূর্ণঃ চৈতন্য এব স্যাৎ যঃ কৃষ্ণো গোকুলেঽভবৎ ॥ ৬
কলৌ জন্ম সমাসাদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে ।
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতি র্নাস্তি কল্পকোটী শতেন বা ॥ ৭
বৈষ্ণব-প্রাণদাতাসীৎ গৌরচন্দ্রো জগৎ গুরুঃ ।
হরের্নামানি জীবেভ্যোঃ দত্বা জীবান্ সমুদ্ধরেৎ ॥ ৮
গৌরচন্দ্রং বিনা দেবি নাস্তি কশ্চিদ্দয়াময়ঃ ।
সন্ততং দেব লোকঞ্চ হরের্নাম দদন্মুদা ॥ ৯
চণ্ডালাদ্যাশ্চ যে লোকে হরিভক্তি পরায়ণাঃ ।
অভজংস্তে গৌরচন্দ্রং দয়ালুং সমদর্শনং ॥ ১০
সংকীর্ত্তন-প্রিয়ং গৌরং হরিভক্তি পরায়ণং ।
দধার মালাতিলকমুচ্চৈর্গায়ন্ স্বনামকম্ ॥ ১১
গৌরচন্দ্রং বিনা দেবি যে ভজন্ত্যন্য-দেবতাম্ ।
তেঽপি গৌরং ভজন্ত্যেব যতঃ **সর্ব্ব গতো হরিঃ** ॥ ১২
যো মাং ভজতি দেবেশি তমেব তৎপ্রিয়ং প্রিয়ে ।
তস্মান্নিন্দা ন কার্য্যা হি, নিন্দা ধর্ম্ম বিনাশিনী ॥ ১৩

একং ভজন্নন্য নিন্দাং যঃ কুর্য্যান্মূঢধীঃ প্রিয়ে ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৪
দেবনিন্দা মকৃত্বা তু যো ভজেদ্গৌরচন্দ্রকং ।
তমেব গৌরচন্দ্রস্য স্বভক্তিমিতি তাং মুদ্রা ॥ ১৫
স্বধর্ম্মরহিতা যে চ গৌরচন্দ্রং ভজন্তি বৈ ।
তেভ্যো ভক্তিং ন দদাতি গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ংহরিঃ ॥ ১৬
তৎ স্বধর্ম্মযুতাশ্চৈব গৌরচন্দ্রং ভজন্তি চ ।
মুদা ভক্তিং দদাত্যেব চৈতন্যঃ স্বয়মেব হি ॥ ১৭

ইতি শ্রীব্রহ্ম জামলে চৈতন্য কল্পে শিবদুর্গা সংবাদে
চৈতন্যাবতার স্মরণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (২)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ—

ভগবন্ দেব দেবেশ আগমোক্তি-বিচক্ষণঃ ।
চৈতন্য-কল্পং সর্ব্বজ্ঞ বিস্তরান্মে প্রকাশয় ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

ততঃ স ভগবান্ দেবো নিত্যানন্দেন সংবৃতঃ ।
অধীত্বা ভক্তিশাস্ত্রঞ্চ ভারতি কেশবাদ্গুরোঃ ॥ ২

নানা শাস্ত্রাণ্যধীত্বাসৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
নিত্যানন্দ সহায়েন সংসারং ত্যক্তু মুত্ততঃ ॥ ৩
এতস্মিন্ সময়ে শ্রুত্বা শচী তু পুত্রকাঙ্ক্ষিনী।
ভৃশং রুরোদ তন্মাতা প্রাণং তক্তুং সমুদ্যতাং ॥ ৪
শান্তয়ামাস ভগবান্ চৈতন্যঃ করুণাময়ঃ।
মা রোদীস্তং শৃণু বচো যদর্থমাগতো হ্যহম্ ॥ ৫
তব স্নেহাৎ নিবদ্ধোঽহং তেন ত্বাং বক্তু মুৎসহে।
আগতং কলিমাজ্ঞায় লোকান্ পাপরতান্ পুরা ॥ ৬
দৃষ্ট্বা ভীতা যযুঃ সর্ব্বে মদীয় সন্নিধিং তদা।
তেষাং স্তবেন সন্তুষ্টঃ প্রোক্তবান্ ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৭
জায়ধ্বং ভুবি হে দেবা ভক্তরূপেণ চাগ্রতঃ।
রামো মদীয় কলয়া জায়তাং পৃথিবীতলে ॥ ৮
অহমেব গমিষ্যামি শচী কুক্ষৌ দিবৌকসঃ।
চৈতন্যরূপো ভূত্বা চ লোকান্ সংতারয়াম্যহম্ ॥ ৯
ত্বং হি মাত দেবকী চ বসুঃ মিশ্র-পুরন্দরঃ।
বিনা যুবাভ্যামুৎপত্তি র্নাস্তি মে শৃণু মদ্বচঃ ॥ ১০
মদর্থে কথমেবং ত্বং ভজ ব্রহ্ম পরং মহৎ।
হরিনাম বিনা মাত র্নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে ॥ ১১
নাসাগ্রে কলিকাকারং মধ্যে ছিদ্রং সুশোভনম্।
দধার কণ্ঠে মালাঞ্চ তুলসীং নলিনীং তথা ॥ ১২
অনন্যভক্ত্যা মাং ধ্যায়েন্নান্যং ভাবং কদাচন।
মাতরং কথয়িত্বেতি ত্যক্তবান্ সন্নিবেশনম্ ॥ ১৩

শচী চ লব্ধজ্ঞানাহি শোকং ত্যক্ত্বা ভজদ্ধরিম্।
ততঃ স ভগবান্ গৌরঃ নিত্যানন্দেন ধীমতা ॥ ১৪
স্বভক্তান্ স জগামাশু যত্র তিষ্ঠতি বৈষ্ণবাঃ।
জন্মান্তরেণ কিন্তপ্তং ন তেষাং দর্শনং কৃতং ॥ ১৫
ন তীর্থানি মৃৎশিলানাং বিকারাশ্চ দিবৌকসঃ।
বহুকালেন প্রীণন্তি মাধবস্তৎক্ষণেঽপি চ ॥ ১৬
কলৌ পাপ-নিমগ্নানাং নিষ্কৃতিশ্চ কথং ভবেৎ।
তদর্থে ত্যক্তবৈকুণ্ঠঃ শচীপুত্রো মহাপ্রভুঃ ॥ ১৭
কলৌ কিং কর্ম্ম-কুর্য্যাচ্চ নাস্তি পূজাদিকং প্রভোঃ।
কোঽস্যারাধ্যঃ কশ্চ পূজ্যঃ কেনোপায়েন তদ্বদ ॥ ১৮
তাং বিনা তু নাস্তি কোঽপি লোক নিস্তারকঃ প্রভুঃ ॥ ১৯
ইতি যুগোচিতং বাক্যং বৈষ্ণবানাং প্রিয়াণাং
হরিভজন প্রয়াসং শ্রুত্বা গৌরাবতারৈঃ,
প্রমুদিত বদনঃ সন্ পাপীনাং তারকশ্চ
কলিযুগ হিতবাক্যঃ কেবলং গৌরচন্দ্রঃ ॥ ২০
ইতি শ্রীব্রহ্ম জামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা সংবাদে
শচী প্রবোধনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ (৩)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শিব উবাচ—

বৈষ্ণবানাং বচঃ শ্রুত্বা গৌরচন্দ্রো যদুক্তবান্।
তৎ শৃণুষ্ব শৈলপুত্রি তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ॥ ১

কলৌ ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ তপশ্চ নাস্তি কিঞ্চন।
হরিনাম বিনা ভক্তা নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে॥ ২
বিপ্রাদি বর্ণা যে লোকাঃ স্বধর্ম্মরহিতাঃ কলৌ।
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতি র্নাস্তি হরিনাম বিনা প্রিয়ে॥ ৩
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে তাবৎ পাপস্য নাশনং।
সংকীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রং স্মৃত্বা নৃত্যন্তি যে নরাঃ॥ ৪
তত্রৈব গৌরচন্দ্রস্য ভক্তা এব ন সংশয়ঃ।
নিত্যানন্দ-শচীপুত্রৌ স্মৃত্বা যে নিপতন্তি চ॥ ৫
সংকীর্ত্তনে চ দেবৌ দত্তা ভক্তা চ তান্‌প্রতি।
গৌরচন্দ্রঞ্চ গীত্বা চ নৃত্যন্তি কীর্ত্তনে প্রিয়ে॥ ৬
প্রেম্ন্যালিঙ্গতি ভক্ত্যা চ নিপতন্তি পুনঃ পুনঃ।
তেভ্যো ভক্তিং সংপ্রদায় স্বসান্নিধ্যং নয়াম্যহং॥ ৭
মদর্চ্চনং মদ্ভজনং ময়ি চাত্মার্পণন্তথা॥
মৎপ্রিয়ে চ তথা সখ্যং মদীয়ানাঞ্চ বন্দনং।
ময়ি দাস্যং মদর্পৈবং মৎস্তব কীর্ত্তনং তথা॥ ৮
মদ্ভক্তসেবা করণ মেতদ্বৈভব-কারণম্।
এবং ভক্তিং যঃ করোতি সএব মদুপাসকঃ॥ ৯
ভক্তাধীনোঽপ্যহং ভক্তো ভক্তদত্তান্ন-ভোজকঃ।
অভক্তা ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ তস্যাং বশ্যে কদাপি নঃ॥ ১০
তস্মাদ্‌যো বৈষ্ণবং মুক্ত্বা ময়ি ভক্তিং তদান্যসেৎ।
তস্মৈ ভুক্তিং দদাম্যেব নতু ভক্তিং কদাচনঃ॥ ১১

চণ্ডালোঽপি জনঃ কশ্চিদ্ যদি ভক্তি-পরায়ণঃ।
মম প্রিয়ো ভবেৎ সোঽপি নতু ভক্তি বিহীনকঃ॥ ১২
হরিনাম গায়কশ্চ হরিমন্দির-ধারকঃ।
তুলসী মাল্যধারীচ নান্যদেবস্য নিন্দকঃ॥ ১৩
সত্বঃ গুণাশ্রয়াশ্চৈব তথা বিপ্রেষু বন্দকঃ।
ইষ্টদেব প্রণামী চ তথা তীর্থ নিসেবকঃ॥ ১৪
সংকীর্ত্তন প্রিয়শ্চৈব তথা দেবেষ্বনিন্দকঃ।
স্বধর্ম্ম সহিতশ্চৈব সর্ব্বে বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৫
কামঃ ক্রোধঃ লোভ-হীনঃ শ্রীকৃষ্ণৈকান্ত মানসঃ।
মালা তিলক ধারী চ সর্ব্বে বৈষ্ণব উচ্যতে॥ ১৬
বৈষ্ণবো গৌরচন্দ্রস্য প্রিয়ো নিত্যঞ্চ পার্ব্বতী।
বৈষ্ণবস্য প্রিয়শ্চৈব গৌরচন্দ্রঃ ন সংশয়ঃ॥ ১৭
বৈষ্ণবৈঃ স্মর্য্যতে যশ্চ গৌরচন্দ্রস্য বৈষ্ণবাৎ।
তত্রৈবাহং প্রগচ্ছামি পুচ্ছযুক্তো যথা অঙ্গিঃ॥ ১৮
তথাহ্যেকমনা দেবী প্রভজেদ্ধরিমুত্তমম্।
হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপ নিস্তারকং কলৌ॥ ১৯
তস্মাল্লোকোদ্ধারণার্থং হরিনাম প্রকাশয়েৎ।
সর্ব্বত্র মুচ্যতে লোকো মহা পাপাৎ কলৌ যুগে॥ ২০
হরেকৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বং কৃষ্ণেতি চ পদদ্বয়ং।
যুগ্মং হরিপদদ্বন্দ্বং হরেরাম ইতি দ্বয়ং॥ ২১
তদন্তে চ মহাদেবি রাম রামো বদেন্নরঃ।
হরে হরে ততো ব্রুয়াৎ হরিনাম মুদাহৃতম.॥ ২২

মহামন্ত্রঞ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশকং।
হরিনাম প্রজপ্তং বৈ হরৌ ভক্তি প্রদায়কং॥ ২৩

এতদ্বিনা নাস্তি ভক্ত্যাঃ কলৌ পাপ-প্রনাশকং।
হরিনাম প্রজপ্তা চ মালা তিলক ধারকঃ॥ ২৪

সএব সাধু বিজ্ঞেয়ো কলৌ সত্যং ন সংশয়ঃ।
লোকোদ্ধারকঃ যজ্জন্মঃ কৃতং শৃণুত বৈষ্ণবাঃ॥ ২৫

যুষ্মভ্যং তত্ত্বপায়শ্চ কথিতো নাত্র সংশয়ঃ।
বৃন্দাবন কিশোরশ্চ কিশোরী চ বরাননে॥ ২৬

একত্রৈব ভবেদ্যস্তং রাধাকৃষ্ণৌ সদাপ্রিয়ে।
কথয়িত্বাচ গোলোকং গমিষ্যামি তদন্তিকং॥ ২৭

সর্ব্বেভ্যো হরিনামোঽপি যুষ্মাভি র্দীয়তে সদা।
তারয়িত্বা কলৌ লোকান্ পশ্চাদ্‌যূয়ং গমিষ্যথ॥ ২৮

আত্মনো ভজনার্থঞ্চ মূর্ত্তিং দারুময়ীং যথা।
নবদ্বীপে স্থাপয়িত্বা গমিষ্যামি স্বমালয়ং॥ ২৯

ইতি চৈতন্য বচস্তেভ্যঃ সস্মিতং ভক্ত-বৎসলঃ।
মা রুদিত বৈষ্ণবা হি যূয়ং জাত দিবৌকসঃ॥ ৩০

মৎ প্রিয়ার্থ মাগতাশ্চ যূয়ং ত্যক্ত্বা সুরালয়ং।
লোক নিস্তারণং কৃত্বা দত্বাচ হরিনামকং॥ ৩১

বিস্তারয়িত্বা মৎ কীর্ত্তিং মৎ স্থানং সংগমিষ্যথঃ॥ ৩২

ইতি প্রবোধ্য ভগবান্ স্ত্রীদশেশ্বরো হি
দেবাশ্চ বৈষ্ণবগণান্ তুলসীতলেঽপি
সংস্থাপ্য মূর্ত্তিমপি দারুময়ীং কথঞ্চিৎ
গায়ন্ সদা হরিগুণং গতবান্নরেশঃ॥ ৩৩

ইতি শ্রীব্রহ্ম জামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা সংবাদে বৈকুণ্ঠগমনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ (৪)

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ—

দেব দেব মহাদেব তব স্নেহাৎ শ্রুতং ময়া।
ধ্যান-পূজাদিকং কিঞ্চিৎ কথয়স্ব মহাপ্রভোঃ॥ ১

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ।
ধ্যান-পূজাদিকং কিঞ্চিৎ যথামতি প্রিয়ে হ্যয়ং॥ ২
উষস্যুত্থায় দেবেশি গুরুঞ্চ প্রণমেৎ সদা।
দন্তস্য ধাবনং কুর্য্যাৎ বিনা সূর্য্যোদয়ং প্রিয়ে॥ ৩
পূজার্থং সঞ্চয়েৎ পুষ্পং ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
প্রাক্ষ্মুখশ্চ মহাদেবি স্নায়ান্নদ্যাদিকে জলে॥ ৪
তৎ প্রীতিমাত্র সঙ্কল্পং গাত্রমার্জ্জনমেব বা।
ললাটে তিলকং কৃত্বা আচম্য চ জলেন চ॥ ৫

বস্ত্রেণ শির আচ্ছাদ্য ধ্যায়েচ্চৈতন্য-রূপকম্।
শচীসুতং গৌররূপং প্রতপ্ত কনক প্রভম্॥ ৬
প্রিয়াভাবঞ্চ স্বীকর্ত্তুং বরাভয় করং সদা।
বিভ্রৎ কৌপীন বসনং স্থিতং মণিগৃহে সদা॥ ৭
স্বভক্তৈরাবৃতং নিত্যং রাধয়া পরিসেবিতম্।
দধার মালিকাং কণ্ঠে বিভ্রতং হরি মন্দিরম্॥ ৮
স্বভক্তৈঃ পরিসঙ্গম্য গায়ন্তং হরি-নামকম্।
এবং রূপং হৃদি ধ্যাত্বা পূজয়েদ্গন্ধ-পুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা চ তং মন্ত্রং জপেদেকমনাঃ প্রিয়ে॥ ১০

শ্রীশিব উবাচ—

নমস্যামি শচীপুত্রং গৌরচন্দ্রং জগদ্ গুরুম্।
কলি পাপ বিনাশার্থং হরিনাম-প্রদায়কম্॥ ১১
কৃষ্ণং কমল-পত্রাক্ষং নবদ্বীপ-নিবাসিনম্।
শত্রৌ মিত্রেঽপ্যুদাসীনে সর্ব্বত্র সমদর্শিনম্॥ ১২
নমস্তে গোকুলেশায় নমস্তে মথুরা-শ্রিয়ে।
গোপীনাং হৃদয়াভীষ্ট-দাত্রে তুভ্যং নমো নমঃ॥ ১৩
রাধিকা বন্দিতং ত্বাং হি নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।
নন্দ-গোপালসুতঞ্চৈব নমস্তেঽহং গদানুজম্॥ ১৪
গোপিকা-বল্লভং বন্দে পূতনাবধ-কারকং।
বকাদ্যসুরহন্ত্রে চ বৃন্দাবন-বিহারিণে॥ ১৫
মথুরা-প্রিয়-দেবায় নমস্তে কংস-নাশিনে।
নমশ্চানূর-ঘাতায় নমস্তে বিশ্বভাবন॥ ১৬

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে নরকান্তক।
নমস্তে মৎস্য-রূপায় নমস্তে কূর্ম্মরূপিণে॥ ১৭
নমো বরাহ-রূপায় নৃসিংহায় নমো নমঃ।
নমো বামন-রূপায় বলি-নিগ্রহ-কারিণে॥ ১৮
নমঃ পরশু-রামায় ক্ষত্রিয়ান্তকরায় চ।
নমঃ কৃষ্ণায় হরয়ে রাধয়া সেবিতায় চ॥ ১৯
নমো বুধায় বুদ্ধায় হিংসয়া রহিতায় চ।
বৈষ্ণবারি-বিনাশার্থং কল্কিরূপিন্নমোঽস্তু তে॥ ২০
নমশ্চৈতন্য-রূপায় পুরন্দর-সুতায় চ।
বৈষ্ণবপ্রাণদাত্রে চ গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ॥ ২১
ভক্ত-প্রিয়ায় গুরবে হরিনাম্নঃ কলৌ যুগে।
নমস্তে ভক্তরূপায় কালিন্দী-সেবিতায় চ॥ ২২
ইতি যদ্যন্ত্রয়োক্তং মে সাধকানাং হিতায় চ।
চৈতন্য-কল্পং দেবেশি তব ভক্ত্যা প্রকাশিতং॥ ২৩
ন দেয়ং যস্য কস্যাপি চৈতন্যস্য মহা-প্রভোঃ।
স্তোত্রং হরি-বিরিঞ্চ্যাদি সেবিতং শৃণু পার্ব্বতি॥ ২৪
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় ভক্তায় সত্য-বাদিনে।
দেবতা-ভেদ-হীনায় কৃষ্ণ পূজা-পরায় চ॥ ২৫
দাতব্যং হি সদা ভক্ত্যা ইতি তে কথিতং ময়া।
প্রভাতে স্নানকালে চ সায়াহ্নে বাপি বৈষ্ণবঃ॥ ২৬
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা তস্য বশঃ শচীসুতঃ।
তস্য ভক্তিং পরাং দত্বা স্বস্থানে নিবসেৎ প্রভুঃ॥ ২৭

ইতি শ্রীব্রহ্ম জামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা সংবাদে
চৈতন্য স্তোত্রং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ (৫)

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

পার্ব্বত্যুবাচ—

চৈতন্যস্য শ্রুতং স্তোত্রং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর।
স্তোত্রং বৈ যমুনায়াস্তু কথয়স্ব ময়ি প্রভো॥ ১
কালিন্দী চ প্রিয়া বিষ্ণোঃ শ্রুতং তব মুখান্ময়া।
অতএব মহাদেব কথয় স্তোত্রমুত্তমং।
ত্বাং বিনা নাস্তি দেবেশ মম সন্দেহ-ভঞ্জকঃ।
কথয়স্ব মহাবাহো শ্রদ্ধা তে যদি বর্ত্ততে॥ ৩

শ্রীশিব উবাচ—

মদ্বচঃ শৃণু দেবেশি কথ্যতে চ ময়া প্রিয়ে।
একান্তং ত্বদধীনোঽস্মি তেনাহং কথয়ামি তে॥ ৪

শ্রীযমুনাস্তবঃ ছন্দঃ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত

বন্দে তাং রবি-নন্দিনীং শশিমুখীং কৃষ্ণ-প্রিয়াং শাশ্বতীং।
প্রীত্যর্থং শচীনন্দনস্য বহুর্ধা বিস্তার-প্রাপ্তাং জলৈঃ॥ ৫
নমোঽস্তু তে দেবি অঘ প্রনাশিনি
নমোঽস্তু তে সূর্য্যসুতে যমস্বসঃ।
নমোঽস্তু তে পাপ বিনাশ কারিণি,
নমোঽস্তু তে দেবি শচীসুত প্রিয়ে॥ ৬
নমোঽস্তু তে দেবগণাদি সেবিতে।
নমোঽস্তু তে কৃষ্ণ-বিহারিণি প্রিয়ে।

নমোঽস্তু তে কৃষ্ণ মনঃ প্রিয়োৎসুকে।
নমোঽস্তু তে দেবি যমানুজে সদা॥ ৭
নমোঽস্তু তে কৃষ্ণ বিহার-কারিণি।
নমোঽস্তু তে ভক্ত জনেষ্ট-দায়িনি॥
নমোঽস্তু তে ভক্তজনানু সেবিতে।
নমোঽস্তু তে সাধুজনাশ্রয়ে শিবে॥ ৮
নমোঽস্তু তে দেবি জগন্নিবাসিনি।
বিরিঞ্চি দেবাদি নিষেবিতেঽনিশং।
কহ্লার পদ্মাদি সমাশ্রিতে শুভে।
কালিন্দি তুভ্যং হি নমো নমোঽস্তু তে॥ ৯
দেব-মাত নমস্তুভ্যং ভক্তাভীষ্ট-প্রদায়িনি।
লোক-নিস্তারণার্থায় অবতীর্ণা মহীতলে॥ ১০
ত্বজ্জলং কণিকা মাত্রং স্পৃশন্তি যে চ মানবাঃ।
ব্রহ্ম হত্যাতি-পাপানি তেষাং নশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ॥ ১১
পাপাত্মানো দুষ্কৃতিনো লোকং যত্ যান্তি দুর্ল্লভং।
প্রার্থয়ামি মহা ভাগে ত্বৎসমীপ-নিবেশনং॥ ১২
ত্বাং বীক্ষে সততং ভক্ত্যা শাল-তাল-দ্রুমাকুলাং।
স্বর্গান্নির্গত্য ধরণীং কূর্ম্ম নক্রাদি সেবিতাং॥ ১৩
মুনীনাং কুশ-পুষ্পৈশ্চ সেবিতাং কৃষ্ণ-বল্লভাম্।
ইতি তে কথিতং দেবি কালিন্দ্যা স্তব মুত্তমম্॥ ১৪
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় শ্রদ্ধাবান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।

পূজা-কালেঽপি সায়াহ্নে তস্য প্রীতা যমানুজা॥
কৃষ্ণে ভক্তিং দদাত্যেষা যমুনা শমন-স্বসা॥ ১৫

ইতি শ্রীব্রহ্মজামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা সংবাদে
যমুনাস্তোত্রং সম্পূর্ণং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ (৬)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশিব উবাচ—

এতত্তে কথিতং দেবি চৈতন্য কল্প মুত্তমং।
অপ্রকাশ্য মিদং দেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং। ১
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং বিনা ভক্তং সুরেশ্বরি।
ইদং চৈতন্য কল্পঞ্চ যঃ পঠেৎ সততং নরঃ॥ ২
চৈতন্য-রূপী ভগবান্ তস্য বশ্যো ভবেদ্ ধ্রুবং।
ভক্ত-প্রিয়ো গৌরচন্দ্রো ভক্তবশ্যঃ শচীসুতঃ।
তস্মাত্তং যে ভজন্তীহ তেষাং বশ্যঃ শচীসুতঃ॥ ৩
শ্রুত্বা চৈতন্য কল্প হরি ভজন বিধিং বিস্মিতা শৈল পুত্রী
সানন্দা ফুল্লবক্ত্রা পতিমথ সততং শঙ্করং শ্লাঘয়িত্বা।
গায়ন্ত্যাচৈর্মহেশে হরি-ভজন-বিধিং লোক নিস্তার রূপং
স্মৃত্বা স্মৃত্বা চ সর্ব্বং হিমগিরি-তনয়া তদ্গতা সংবভূব॥ ৪
ইদং স্তোত্র মনাদৃত্য চিন্তামন্যাং করোতি যঃ।
সর্ব্বং তস্য বৃথা যাতি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥ ৫
ইতি শ্রীব্রহ্মজামলে চৈতন্যকল্পং সপ্তমোঽধ্যায়ং সম্পূর্ণম্॥ (৭)

—ঃ০ঃ—

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-যামল

[পদ্যানুবাদ]

নিরস্য সর্বসন্দেহানেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিতরহস্যং তং নমামি গুরুমীশ্বরম্॥

প্রভাতে উঠিয়া দেবী কহেন শঙ্কর।
চৈতন্য-লভহ প্রভু উঠ দিগম্বর॥
উঠয়ে পার্বতীনাথ হরি হরি করি।
গৌরাবেশে কহিছেন শুন মহেশ্বরি॥
অবতীর্ণ হইবেন ভবিষ্যৎ কালে।
নিস্তারিবে জীবগণ ভবমায়াজালে॥
কলির প্রথম কালে অবতরি হরি।
জনার্দন জন্মিবেন নদীয়া নগরী।
জীব নিস্তারের লাগি জগত ঈশ্বর॥
নামের বিস্তার করিবেন দামোদর॥
যেই কৃষ্ণ সেই হয় চৈতন্য দয়াময়।
আমার হৃদয়ে তিনি সর্বদা উদয়।

পার্বতী কহিতেছেন—

ভগবন্ হও তুমি দেবতার দেব।
সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারি তুমি প্রভু ভব॥

চৈতন্য কল্পের কথা কহ ভগবান্।
আমি তব দাসী, তুমি কৃপার নিধান॥
নবদ্বীপে কেন কৃষ্ণ ভগবান হরি।
ভকত বৎসল প্রভু কেন অবতরি॥
জনম লভিবে প্রভু কি কার্য লাগিয়া।
শচীর তনয় হল স্বয়ং যে আসিয়া॥
এইত রহস্য মহাবাহু যে আপনি।
মোরে কৃপা হয় যদি কহ শূলপাণি॥

শিব ঠাকুর কহিতেছেন—

শ্রীচৈতন্য কল্প দেবি করহ শ্রবণ।
যে উক্তি করিব প্রিয়ে শুন বিবরণ॥
তো'মায় স্নেহের হেতু প্রকাশি এক্ষণে।
সাবধান হয়ে ইহা শুনিবে শ্রবণে॥
একান্ত মানস হয়ে শুনগো পার্বতি।
সকল কহিব আমি শুনহ সম্প্রতি॥
ক্রমে ক্রমে তিন যুগ গত যে হইবে।
কলিযুগ আসি তবে উদয় হইবে॥
লোক সব স্বধর্মেতে বঞ্চিত হইবে।
সেই সব দেবগণ সকলে দেখিবে॥
সর্বলোক হিত লাগি সর্বদেবগণে।
ব্রহ্মার শরণ লইলেন সর্বজনে॥

দেখিলেন ব্রহ্মা তবে দেবগণ যত।
ম্লান মুখ সবে, কহ কিসের নিমিত্ত॥
কি কার্য লাগিয়া সবে করেছ গমন।
বিশেষ করিয়া তাহা বল দেবগণ॥

দেবগণ কহিতেছেন—

শুন ব্রহ্মা বলি, যে নিমিত্ত আগমন।
কলিকাল আগত পাপিষ্ঠ সর্বজন॥
স্বধর্ম রহিত সবে হবে নিরন্তর।
শুনিয়া দেখিয়া প্রভু মনে লাগে ডর॥
কিরূপেতে রক্ষা বল হবে তা সবার।
তাহার উপায় তুমি কহ সারোদ্ধার॥

ব্রহ্মা কহিতেছেন—

তাহাদের নিস্তার যে না দেখি কখন।
কৃষ্ণ বিনা উপায় না দেখি দেবগণ॥
দেবগণে সঙ্গে লয়ে সেই পদ্মযোনি।
বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ মন্দিরে গেলেন তখনি॥
সেখানেতে গিয়া হরি ধ্যান আরম্ভিলা।
স্তব পাঠ স্বয়ং ব্রহ্মা আপনি করিলা॥
'নমঃ পঙ্কজনাভায় নমস্তে বিশ্ব ভাবিনে।
নমস্তে হৃষীকেশায় নমো নারায়ণায় চ॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে ভগবান কৃষ্ণ।
ব্রহ্মা প্রতি কন হরি হইয়া সন্তুষ্ট॥

কহিছেন মৃদুহাস্য বাক্যে নারায়ণ।
দেবতাগণের সব হিতের কারণ॥
কি নিমিত্ত আগমন কহ দেবগণ।
শীঘ্র কহ তাহা আমি করিব শ্রবণ॥
যা চাহিবে তাহা আমি সত্বরেতে দিব।
মনোবাঞ্ছা সবাকার সম্পূর্ণ করিব॥

ব্রহ্মা কহিতেছেন—

শুন প্রভু জগন্নাথ জগত ঈশ্বর।
যে জন্য আইনু প্রভু তোমার গোচর॥
তোমার সাক্ষাতে সব কহিতেছি আমি।
সেই সব কথা এবে শুন প্রভু তুমি॥
লোক সব কলিকালে স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত।
নিজ ধর্ম্ম সব তারা করিবেক হত॥
মহাবাহু কর তুমি তাদের উপায়।
লোকের নিস্তার প্রভু করহ কৃপায়॥
শ্রীকৃষ্ণ এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
যা কহিব আমি তাহা শুন বিবরণ॥
তোমরাও দেবগণ যাহত এক্ষণে।
পৃথিবী তলেতে সবে করিবে গমনে॥
সবে যাহ দেবগণ মেদিনী ভিতর।
কেহ কেহ ভক্তরূপ হওগে সত্বর॥

ভবিষ্যৎকালে আমি শচীপুত্র হব।
কলিকালে সংকীর্তন প্রকাশ করিব॥
সেইকালে হরিনাম প্রদান করিয়া।
লোক সব নিস্তারিব আপনি যাইয়া॥
এইসব কথা কৃষ্ণ কহিয়া তখন।
দেখিলেন প্রভু তবে সর্বদেবগণ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে যত দেবগণ।
পৃথিবী তলেতে সবে করিল গমন॥
অদ্বৈত দেবি যেই ভজে কৃষ্ণচন্দ্র।
পৃথিবীতে গমন কৈল হইয়া আনন্দ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্য কল্পেতে।
শিবদূর্গা দোহাকার সম্বাদ কথাতে॥
অবতার নাম হৈল **প্রথম অধ্যায়**।
বর্ণন হইল ভাষা গোবিন্দ কৃপায়॥ ১॥

—❀—

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিব ঠাকুর কহিতেছেন—

সেই কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনি।
লোক নিস্তারের লাগি জগৎ চিন্তামণি॥
অনন্তদেব যিনি হয়েন মুক্তিদাতা।
যাবেন পৃথিবী তলে নহেত অন্যথা॥

গোকুলে যে বলরাম শুন মহেশ্বরি।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ লোক হিতকারী॥
শচী ঠাকুরাণী হন দেবকী আপনি।
বসু মিশ্র পুরন্দর শুনগো ভবানি॥
সৎ চিৎ আনন্দ তিন যুক্ত ভগবান্।
শ্রীচৈতন্য স্বয়ং যাইবেন সেই স্থান॥
কলির প্রবর্ত্ত হলে গোলোক সহিতে।
গোরাচাঁদ শচীসুত যাবেন ত্বরিতে॥
আবির্ভাব হইবেন গৌররূপ ধরে।
হরিনামে উদ্ধার করিবে ত্রিসংসারে॥
কলিতে পূজাদি নাহি ধ্যান যজ্ঞ ক্রিয়া।
হরিনাম বিনা নাহি জানিহ অভয়া।
নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ণকলা রূপী হয়।
স্বয়ং বলরাম তিনি জানিহ নিশ্চয়॥
পূর্ণ শ্রীচৈতন্য প্রভু যেই মহাশয়।
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে উদয় নিশ্চয়॥
কলিতে জন্মিল লোক সবে ভাগ্যবান্।
তাহাতে চৈতন্যচন্দ্রে নাহি করে ধ্যান॥
তাহার নিষ্কৃতি নাস্তি শুন অত:পর।
শত কোটি কল্প পচে নরক ভিতর॥
বৈষ্ণবের প্রাণদাতা সেইত আশ্রয়।
গৌরচন্দ্র জগদ্‌গুরু প্রভু দয়াময়॥

হরিনাম জীবগণে যাচিয়া যে দিল।
জীবন সহিত তা সবারে উদ্ধারিল॥
গৌরচন্দ্র বিনা সে দয়াল আর নাস্তি।
তোমারে কহিনু প্রিয়ে শুনগো পার্বতি॥
সর্বদা দেবলোক কৃপাবান হইয়া।
আহ্লাদিত হন প্রভু হরিনাম দিয়া॥
চণ্ডালাদি যেই হরিভক্তি পরায়ণ।
যে ভজে সকলে তাঁর সমান দর্শন॥
সংকীর্তন প্রিয় গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হরিভক্তি পরায়ণ জানিহ নিশ্চয়॥
মালা তিলক ধরিয়া ভক্তিযুক্ত করে।
উচ্চৈস্বরে করে শুভ হরিনাম স্মরে॥
গৌরচন্দ্র বিনা দেবি দেখগো শঙ্করি।
অন্য দেবতারে পূজে শুন সুরেশ্বরি॥
সেই গৌরভজন করিল মহেশ্বরি।
সর্বদেবময় প্রভু আপনি শ্রীহরি॥
যেইত মনুষ্য হরিভজন করয়।
তোমার আমার প্রিয় সেই জন হয়॥
তাহার যে নিন্দাবাক্য কহে যেই জন।
তাহার বিনাশ দেবি করহ তখন॥
একজনে ভজে অন্যজনে নিন্দা করে।
সেইজন মূঢ় প্রিয়ে কহিনু তোমারে॥

পচ্যমান হয় সেই নরক যে ঘোরে।
চৌদ্দ ইন্দ্র বিধি যায় এইত প্রকারে॥
দেবতার নিন্দা নাহি করে যেই জন।
গৌরচন্দ্রের সর্বদা করয়ে ভজন॥
সেই জনে গৌরচন্দ্র কৃপাবান হয়ে।
নিজ ভক্তি দেন তারে দয়া প্রকাশিয়ে॥
স্বধর্ম রহিত হয়ে পরধর্ম করে।
গৌরচন্দ্র ভজন সে করে সমাদরে॥
তাহাদের ভক্তি নাহি দেন কৃপা করি।
আপনি সে গৌরচন্দ্র জগৎ কর্তা হরি॥
স্বধর্মে থাকিয়া দেখ ভজে যেই জন।
গৌরচন্দ্রের ভকতি করয়ে যাচন॥
হর্ষযুক্তে কৃপাবান্ হইয়া তাহারে।
শ্রীচৈতন্য নিজ ভক্তি সর্ব দেন তারে॥
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্য কল্পেতে।
শিবদুর্গা দোহাকার সম্বাদ কথাতে॥
চৈতন্যাবতার নাম **দ্বিতীয় অধ্যায়**।
বর্ণন হইল ভাষা গুরুর কৃপায়।
শ্লোক অনুসারে আমি লিখি এই ছন্দ।
নবদ্বীপ ধামে বসে শ্রীজয় গোবিন্দ॥ ২॥

—❀—

তৃতীয় অধ্যায়

পার্বতী কহিতেছেন –

ভগবন্ হও তুমি দেবতার দেব।
আগমোক্তে বিচক্ষণ তুমি প্রভু ভব॥
চৈতন্য কল্পেতে প্রভু সর্বজ্ঞ আপনি।
বিস্তার রূপেতে প্রভু কহ শূলপাণি॥
তিনি ত সাক্ষাৎ ভগবান্ যে গৌরাঙ্গ।
নিত্যানন্দ সহিত আবৃত এক অঙ্গ॥
অধ্যয়ন আদি তাঁর যত ভক্তি শাস্ত্র।
ভারতী কেশবালয়ে হইল সমাপ্ত॥
নানা শাস্ত্র ব্যাখ্যা আদি করেন আপনে।
গৌরচন্দ্র স্বয়ং প্রভু শচীর নন্দনে॥
নিত্যানন্দ সহায়েতে প্রভু যে আপনি।
সংসার ত্যজিতে যুক্তি করিলেন তিনি॥
পূর্বকালেতে যে সেই শচী ঠাকুরাণী।
পুত্রাকাঙ্ক্ষী সেই দেবী হয়েন আপনি॥
ভীষণ রোদন করিলেন তাঁর মাতা।
প্রাণ ত্যাগ করিবারে তাঁহার ব্যগ্রতা॥
সান্ত্বনা করেন তারে প্রভু ভগবান্।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় করুণা নিধান॥
শুন মাতা রোদন করহ কি কারণে।
যে নিমিত্ত আইলাম তোমার সদনে॥

তোমার স্নেহেতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
আপনি কহি যে এবে শুন মন দিয়া॥
আগত হইবে কলিকাল যেই ক্ষণে।
লোক পাপী হবে পূর্বে কহি তব স্থানে॥
দেখে ভীত হইয়া সকল দেবগণ।
আমার সদনেতে আইল ততক্ষণ॥
তাহাদের স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
ব্যক্ত করিলাম দেবগণেরে ডাকিয়া॥
যাহ সব দেবগণ পৃথিবী মণ্ডলে।
ভক্তরূপ হয়ে অগ্রে যাহ সবে চলে॥
যে রাম আমার পূর্ণ কলা বলি শুন।
পৃথিবী তলে তিনি করিবেন গমন॥
আমিও পৃথিবী তলে গমন করিব।
শচীর কুক্ষেতে গিয়া জনম লভিব॥
শ্রীচৈতন্য রূপ আমি করিয়া ধারণ।
সকল লোকের তবে করিব তারণ॥
তুমি মাতা দেবকী দেবী ঠাকুরাণী।
বসুদেব মিশ্র পুরন্দর যে আপনি॥
পিতা মাতা দুই মোর উৎপত্তি আশ্রয়।
মাতা পিতা এই দুই ভিন্ন কেহ নয়॥
আমার নিমিত্ত দেখ তুমি যে নিশ্চিত।
আপনি ভজিলে পরম ব্রহ্ম যে মহত্ত্ব॥

হরিনাম বিনা মাতা আর কিছু নাই।
কলির কারণ এই কহি তব ঠাঁই॥

তিলক লক্ষণ

নাশাতে কলিকাকার করিবে রচন।
মধ্যে ছিত্র দেখ তার হয় সুশোভন॥
এইত তিলক সর্বমঙ্গল দায়ক।
কেবল আমিহ তার শুভ প্রদায়ক॥
মম নাম সর্বঅঙ্গে করিবে লিখন।
হর্ষ হয়ে মোর তীর্থ করিবে সেবন॥
ধারণ করিলে কণ্ঠে তুলসীর মাল্য।
পদ্মমালা ধরিবে সে হৃদয় প্রফুল্ল॥
একান্ত ভক্তিতে মোরে করয়ে ভজন।
অন্য ভাব তাহে নাহি করে আচরণ॥
মাতা গো তোমারে তত্ত্ব কহিলাম আমি।
সব ত্যজি জননী ভজন কর তুমি॥
শচীদেবী জ্ঞান পেয়ে আনন্দ শরীর।
সব ত্যজি ভজন করে শ্রীহরির॥
সেইত সময়ে ভগবান্ গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ সহ যুক্তি করিয়া আনন্দ॥
যেখানে আমার ভক্ত সেইখানে আমি।
যেখানে বৈষ্ণব তথা আমি অগ্রগামী॥

জন্মান্তরে দেখ লোক কি পুণ্য করিল।
দরশন তারা সব কিসে পাবে বল॥
তীর্থ আদি আমার যে মূর্ত্তি শালগ্রাম।
দেবগণ অন্য অন্য আর মহত্তম॥
বহুকাল পরে এরা করেন উদ্ধার।
সাধুর দর্শন মাত্র করেন নিস্তার॥
কলিপাপে মগ্ন সবে হইবে তখন।
তাহার নিষ্কৃতি কথা কহত আপন॥
সেই লাগি বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া চক্রপাণি।
শচীপুত্র মহাপ্রভু হলেন আপনি॥
কলিতে কি কার্য কহ কিবা আচরণ।
পূজা আদি নাস্তি প্রভু কহিলা আপন॥
কার ধ্যান কার পূজা কহত আমারে।
কোন উপায়েতে সব পাইবে নিস্তারে॥
তুমি বিনা নাহি কেহ লোকের তারণে।
এই যুগোচিত বাক্য বৈষ্ণব কারণে॥
হরির ভজন আশা আছিল আমার।
শুনিলাম প্রভু যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
প্রমোদিত বাক্য শুনি তোমার বদনে।
পাপীজন হিতবাক্য কহিলা আপনে॥
কলিযুগ হিত কথা শুনিয়া আনন্দ।
কেবল জানিনু প্রভু সেই গৌরচন্দ্র॥

ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্যকল্পেতে।
শিবদুর্গা দোঁহাকার সংবাদ কথাতে॥
শচীর প্রবোধ বাক্য তৃতীয় অধ্যায়।
ভাষাছন্দে বিরচিল জয় গোবিন্দ রায়॥৩॥ X॥

—ঃ০ঃ—

চতুর্থ অধ্যায়

শিবঠাকুর কহিতেছেন—

বৈষ্ণব সকল বাক্য করিল শ্রবণে।
গৌরচন্দ্র যাহা উক্ত করিলা আপনে॥
তাহা শুন শৈলপুত্রি কহি গো তোমারে।
তোমার স্নেহেতে আমি কহি ব্যক্ত করে॥
কলিতে যে ধর্ম তাহা নাহি সত্যযুগে।
তপ আদি নাহি কিছু কহি তব আগে॥
হরিনাম বিনা যে কলিতে ভক্তি নাস্তি।
আর কিছু নাহি ভক্তি শুনহ পার্বতি॥
বিপ্র আদি যেই বর্ণ লোক সমুদয়।
কলিকালে স্বধর্ম রহিত সবে হয়॥
তাহাদের নিষ্কৃতি না দেখি কিছু আমি।
হরিনাম বিনা প্রিয়ে শুন ওগো তুমি॥
কলিকালে সংকীর্ত্তন আরব্ধ অগ্রেতে।
সর্বপাপ বিনাশন হয় যে ত্বরিতে॥

সংকীর্তন গৌরাঙ্গের শুনি নৃত্য করে।
যেই নর দেখ এই পৃথিবী ভিতরে॥
সেই জন গৌরচন্দ্রের শুদ্ধ ভক্ত হয়।
নিশ্চয় জানিবে তাহে নাহিক সংশয়॥
নিত্যানন্দ শচীপুত্র করিয়া স্মরণ।
শ্রবণ করিয়া নাম ভূমিতে পতন॥
সংকীর্তনে তারে দেখে প্রভু দুই জনে।
দাতব্য করেন ভক্তি হর্ষ হয়ে মনে॥
গৌরাঙ্গের গীত আদি নানাবিধ গায়।
নৃত্য করে কীর্তনে প্রিয়ে কহিনু তোমায়॥
প্রেমে আলিঙ্গন করে ভক্তগণ সনে।
উঠে পড়ে গড়াগড়ি দেয় সংকীর্তনে॥
তারে ভক্তি দিয়া তার সম্প্রদা সহিতে।
তাহার সমীপে আমি যাইয়ে ত্বরিতে॥
আমার অর্চনা করে আমার ভজন।
মোরে নিজ নিজ আত্মা করে সমর্পণ॥
মম প্রিয় সেই রূপে সখ্য মম হয়।
আমার কার্যেতে সদা ব্যগ্র হয়ে রয়॥
মোর দাস্য হয়ে মোরে করয়ে অর্পণ।
আমার যে গুণগান করয়ে কীর্তন॥
মম ভক্ত সেবা মোর করে সদা নিত্য।
এ সব কেবল হয় ভক্তির যে তত্ত্ব॥

এইরূপে যেবা ভক্তি করয়ে আমায়।
সেই মম উপাসক কহিনু তোমায়॥
ভক্তাধীন ভক্ত দ্রব্য করিয়া গ্রহণ।
ভক্তদত্ত অন্ন সদা করিয়ে ভোজন॥
অভক্ত ব্রাহ্মণ আদি যেই জন হয়।
তাহার যে বশ আমি কদাচিৎ নয়॥
সেইত বৈষ্ণব মুক্ত অবশ্য জানিবে।
আমারে যে ভক্তি সদা সর্বদা করিবে॥
তারে ভক্তি দিব আমি নাহিক সংশয়।
নতুবা অন্যেরে ভক্তি দেওয়া যোগ্য নয়॥
চণ্ডালাদি যেই মোর ভক্তিপরায়ণ।
মম প্রিয় ভক্ত হয় অন্য তাহা নয়॥
হরিনাম গান সদা করে এ প্রকারে।
হরিমন্দির তিলক সদা ধারণ যে করে॥
তুলসীর মালা সদা করয়ে ধারণ।
অন্য দেবতার নিন্দা না করে কখন॥
সদ্‌গুণ আশ্রয়ী হতে হইবে সর্বদা।
ব্রাহ্মণে বন্দনা কর করিয়া মর্য্যাদা॥
ইষ্টদেবে প্রণাম সদা তীর্থের সেবন।
সংকীর্তন-প্রিয় দেবগণের বন্দন॥
স্বধর্ম সহিত সদা যুক্ত যে রহিবে।
বৈষ্ণবসকল নিত্য ইহাই করিবে॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইন্দ্রিয়াদিগণ।
শ্রীকৃষ্ণে একান্ত চিত্তে করহ অর্পণ॥
মালা তিলকধারী বৈষ্ণবাদিগণে।
উচ্চৈঃস্বরে এইসব কহিবে যতনে॥
বৈষ্ণব গৌরাঙ্গপ্রিয় নিত্য ইহা হয়।
এইত কহিনু যে পার্বতী সমুদয়॥
বৈষ্ণব সকল দেখ যার প্রিয় পাত্র।
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র সংসার রহিত॥
বৈষ্ণবের বাক্য সহ্য করে গৌরচন্দ্র।
গৌর-আজ্ঞা বৈষ্ণব পালে হইয়া আনন্দ॥
তাহার পশ্চাতে আমি করিয়ে গমন।
যেমন সর্পের পুচ্ছ যুক্ত অনুক্ষণ॥
তোমারে সকল দেবি কহিলাম আমি।
এরূপে ভজিলে মুক্ত হবে শুন তুমি॥
হরি বিনা নাহি কেহ পাপ নাশিবারে।
কলির সকল তত্ত্ব কহিনু তোমারে॥
লোক উদ্ধারের লাগি আপনি আসিয়া।
হরিনাম স্বয়ং প্রভু দেন প্রকাশিয়া॥
সর্বত্র বলয়ে লোক হরিনাম আগে।
মহাপাপ দূরীভূত হয় কলিযুগে॥
হরে কৃষ্ণ পদ দুই কৃষ্ণেতি দুই হয়।
যুগ্ম হরিপদ দুই জানিহ নিশ্চয়॥

হরে রাম এই দুই পুন রাম দুই।
হরে হরে বর্ণ তবে হরিনাম এই॥
মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের এইত জানিবে।
সর্ব পাপ তাপ আদি ইহাতে নাশিবে॥
হরিনাম জপ নিত্য করে অনুক্ষণ।
হরিনাম প্রদান যে করে সর্বজন॥
এই বই নাই ভক্তি কহিনু তোমারে।
কলির পাতক নাশ ইহাতেই করে॥
হরিনাম সদা জপ দেখ যেই করে।
মালা তিলক নিজ অঙ্গেতে যে ধরে॥
সেই জন সাধু হয় অবশ্য জানিবে।
কলিতে অসত্য নয় নিশ্চয় মানিবে॥
লোক উদ্ধারের লাগি হইবে আপন।
সত্য বাক্য শুন সবে বৈষ্ণবের গণ॥
তোমাদের উপায় যে কহি এই ক্ষণে।
ইহাতে সংশয় না হইবে কদাচনে॥
বৃন্দাবন কিশোর যে মদনমোহন।
কিশোরী সহিত শুন গৌরাঙ্গী বরণ॥
অকৈতব হইলেন যুক্ত দুই দেহ।
রাধা কৃষ্ণ এক দেহ আশ্চর্য শুনহ॥
এই বলে গোলোকেতে গোলোক মোহন।
গমন করিল তার পরেতে আপন॥

সকলেতে হরিনাম করিবে গ্রহণ।
তোমরা দিবেক নাম করিয়া যতন॥
তারণ করিবে যে কলির লোকগণে।
পশ্চাৎ দেবতা যাবে নিজ নিজ স্থানে॥
আপন ভজন তত্ত্ব আদি যে যাবত।
দারুময় মূর্ত্তি আমি করিয়া নির্মিত॥
নবদ্বীপে স্থাপন করিয়া তবে আমি।
গমন করিব নিজ ধামে শীঘ্রগামী॥
এইত চৈতন্যদেব কহিয়া সকল।
হাসিযুক্ত বাক্য কহে ভকত বৎসল॥
আমার বচন শুণ দেবতা সত্বরে।
বৈষ্ণব হইয়া যাও ভারতবর্ষেরে॥
আমার প্রীতি লাগি সব দেবগণে।
সুরালয় ত্যজে শীঘ্র করহ গমনে॥
লোকের নিস্তার সবে কর ত্বরা করে।
হরিনাম দান সবে কর সমাদরে॥
বিস্তার করহ মোর কীর্তি আদি যত।
আমার স্থানেতে সবে যাইবে সতত॥
এই বাক্যে প্রবোধিয়া প্রভু ভগবান্।
সর্বদা রহিবে দেবগণ মম স্থান॥
বৈষ্ণবগণ মোরে তুলসীর তলে।
স্থাপন করিবে সদা মন কুতুহলে॥

মম মূর্ত্তি দারুময় স্থাপন করিবে।
শক্তিমতে আনন্দেতে কীর্তন করিবে॥
সর্বদা হরির নাম গান আদি নৃত্য।
সেই স্থানে আমি তবে যাইব ত্বরিত॥
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্য কল্পেতে।
শিবদুর্গা দোহাকার সংবাদ কথাতে॥
বৈকুণ্ঠ গমন—**নাম চতুর্থ অধ্যায়।**
বর্ণন হইল রাধাকৃষ্ণের কৃপায়॥
মম পিতা বিদ্যানিধি বৈষ্ণব চরণ।
গৌরাঙ্গ স্মরণ করি প্রাপ্ত বৃন্দাবন॥
শ্লোক অনুসারে ভাষা লিখি এই ছন্দ।
নবদ্বীপে বাস করি শ্রীগৌর-গোবিন্দ॥

—ঃ০ঃ—

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বতী কহিতেছেন—

দেবদেব মহাদেব বলিহে তোমারে।
তোমার স্নেহেতে শুনিলাম দিগম্বরে॥
ধ্যান পূজা আদি হয় কেমন প্রকার।
কৃপা করি বল প্রভু শুনি এইবার॥

শিব ঠাকুর কহিতেছেন —

শুন বলি পার্বতি চৈতন্য মহাপ্রভু।
ধ্যান পূজা তাঁহার কিঞ্চিৎ কহি বিভু॥
ঊষাকালে উঠি দেবি গুরু প্রণমিবে।
সূর্যোদয় পূর্বে দেবি মুখ প্রক্ষালিবে॥
পূজার নিমিত্ত পুষ্প করি আয়োজন।
তদন্তরে স্নান দেবি করিবে তখন॥
পূর্বমুখেতে স্নান নদী আদি জলে।
সংকল্প গাত্র মার্জন করি সেই কালে॥
বসন মস্তকে আচ্ছাদন যে করিবে।
ধ্যানেতে চৈতন্য রূপ হৃদয়ে ধরিবে॥
শচীপুত্র গৌররূপ তপ্তহেমপ্রভা।
প্রিয় ভাবে ভাব যার শ্রেষ্ঠ হস্তপ্রভা॥
ত্রিকচ্ছ অরুণ দেখ তাঁহার বসন।
স্থির হয়ে গৃহেতে আছেন অনুক্ষণ॥
সর্ব ভক্তে বেষ্টিত আছেন সদা নিত্য।
রাধাঠাকুরাণী সেবা করে অনুব্রত॥
গলাতে ধারণ মালা তুলসী শোভন।
তিলক হরিমন্দির নাসাতে ধারণ॥
আপনার ভক্তসহ করেন গমনে।
হরিনাম গান সদা করেন গায়নে॥

এইরূপ হৃদিপদ্মে ধারণ করিয়া।
পূজন করহ তাঁরে গন্ধ পুষ্প দিয়া॥
পূজন করহ তাঁর মন্ত্রেতে তাঁহারে।
জপহ তাঁহার মন্ত্র হরষ অন্তরে॥
জপ সমর্পণ করি দক্ষিণ হস্তেতে।
চৈতন্যের স্তব প্রিয়ে কর এক চিত্তে॥

শিব ঠাকুর কহিতেছেন—

নমস্যামি শচীর নন্দন জগদ্‌গুরু।
কলি পাপ নাশি হরিনাম দিলা চারু॥
শ্রীকৃষ্ণ কমল আঁখি নবদ্বীপ বাসী।
শত্রু মিত্র নাস্তি সমভাব যে উদাসী॥
নমঃ নমঃ নমঃ প্রভু গোকুল ঈশ্বর।
নমঃ নমঃ প্রভু যে মথুরা প্রিয়বর॥
গোপীদের মনবাঞ্ছা পুরাহ আপন।
সর্বদাতা তুমি প্রণমিয়ে পুনঃ পুনঃ॥
রাধার বন্দনা তুমি করহ আপনে।
নমস্যামি কৃতাঞ্জলি হয়ে সে কারণে॥
নন্দগোপসুত প্রভু হও বেণুপাণি।
নম বলানুজ তুমি প্রভু হে আপনি॥
গোপীর বল্লভ তুমি করি নমস্কার।
পূতনা বধ করিলে যে আশ্চর্য্য সবার॥

বক আদি অসুর হত করিলে আপনে।
বৃন্দাবন বিহারী হরি জানে সর্বজনে ॥
মথুরার প্রিয়বরে মোর নমস্কার।
নম যেই প্রভু কংস করিল সংহার ॥
নমঃ চানুর নাশায় যেই বংশীধারী।
নমস্তে বিশ্ব ভাবিন্ জগৎকর্তা হরি ॥
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নরক নিধনায় নমঃ।
নমস্তে মৎস্যরূপায় কূর্মরূপায় নমঃ ॥
নমো বরাহরূপায় নৃসিংহায় নমো নমঃ।
নমস্তে বামনরূপায় বলি নিগ্রহায় নমঃ ॥
নমঃ ভৃগুরামরূপ ক্ষত্র অন্তকারী।
নমঃ কৃষ্ণায় যারে সেবেন কিশোরী ॥
নমস্তে বলরামায় দেব বুদ্ধায় তে নমঃ।
হিংসয়া রহিত প্রভু তারে নম নম ॥
শুনহ বৈষ্ণব হৃষিকেশায় তস্মৈ নমঃ।
সেই কল্কীরূপে মোর অসংখ্য প্রণাম ॥
নম শ্রীচৈতন্যরূপে মোর নমস্কার।
পুরন্দর পুত্রে মোর প্রণতি অপার ॥
বৈষ্ণবের প্রাণদাতা হয় যেই জন।
সেই গৌরচন্দ্রে মোর স্তুতি অনুক্ষণ ॥
ভক্ত প্রিয় গুরুরূপ তাঁরে নম নম।
হরিনাম কলিযুগে দিল যেই প্রেম ॥

নমস্তে ভক্তরূপ কালিন্দী সেবে যারে।
এই উক্তি করিলাম সাধকের তরে ॥
চৈতন্য কল্প দেবি তোমার কারণে।
তোমার ভক্তিতে প্রকাশিনু এইক্ষণে ॥
যারে তারে ইহা কভু না কর অর্পণ।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং যে আপন ॥
সত্যে হরিরে সেবা করে ব্রহ্মা আদি।
শুনগো পার্বতী আমি কহিনু যাবধি ॥
বৈষ্ণবেতে শুদ্ধ চিত্ত হবে যেই জন।
ভক্তিমনে সত্যবাদী সদা অনুক্ষণ ॥
দেবতার নিন্দা যেই জন নাহি করে।
শ্রদ্ধামত পূজা সেইজন যে আচরে ॥
দাতব্য করিবে সদা ভক্তি সেই জনে।
এইত পার্বতী কহিলাম তব স্থানে ॥
প্রভাতে বা স্নানকালে সন্ধ্যার সময়।
বৈষ্ণব হইয়া ইহা সর্বদা পড়য় ॥
ভক্তিযুক্ত কায়মনে পাঠ করে নিত্য।
তাহার যে বশ সদা হয় শচীসুত ॥
নিজ ভক্তি সেই জনে দেন তারপরে।
আপন ধামেতে প্রভু রাখেন সাদরে ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে চৈতন্য কল্পেতে।
শিব-দুর্গা দোঁহাকার সংবাদ কথাতে ॥

চৈতন্য প্রভুর এই স্তব নিরূপণ।
পঞ্চম অধ্যায় হৈল প্রকৃত বর্ণন॥

— ۞ —

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বতী কহিতেছেন —

চৈতন্য প্রভুর স্তব শুনিলাম মহাদেব
সব আমি প্রসাদে তোমার।
যমুনার কিবা স্তব বলদেব তার দেব
প্রভু কৃপা করিয়া শঙ্কর॥
কালিন্দীর পতি কৃষ্ণ শুনিয়া হইলাম তুষ্ট
তোমার মুখেতে পঞ্চানন।
অতএব মহাদেব বল কালিন্দীর স্তব
সে উত্তম করিব শ্রবণ॥
তোমা বিনা নাহি অন্য মম সন্দেহ ভঞ্জন
করিতে দেব ক্ষম কেবা আর।
মহাবাহু এইক্ষণ কহ সর্ব বিবরণ
দয়া যদি হয়ত তোমার॥

শিব ঠাকুর কহিতেছেন—

আমি যাহা বলি শুন দেবী তুমি বিচক্ষণ
কহি প্রিয়ে তোমার লাগিয়া।

ইহা শুনি যেই জনে নিজ ভক্তি তৎক্ষণে
কৃষ্ণ দেন সন্তুষ্ট হইয়া॥
একান্ত মানস হয়ে তুমি ধর হৃদয়ে
আমি কহি করহ শ্রবণ।
ইহা গোপনীয় হয় কহিবার যোগ্য নয়
তব স্নেহে কহি যে এখন॥

যমুনা স্তব—

বন্দিয়ে রবি-নন্দিনী চন্দ্রবদনী তিনি
কৃষ্ণপ্রিয়া হন সেই সতী।
প্রিয়ে হয়ে শচীসুত পৃথিবীতে বিস্তারিত
প্রাপ্ত জল হইল সর্বক্ষিতি॥
নমস্তে দেবি আপনি কৃষ্ণসুখ বিলাসিনী
নমস্তে সূর্যকন্যা মহাদেবী।
নমস্তে পাপনাশিনী তুমি দেবি আপনি
শচীসুত প্রিয়া তুমি দেবী॥
নমস্তে দেবগণ যত তোমারে সেবয়ে নিত্য
কৃষ্ণবিহারিণী যে আপনি।
নম কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া সুখে থাক কৃষ্ণে নিয়া
নম দেবি যমের ভগিনী॥
নমস্তে কৃষ্ণবিহারিণী নম দেবি শিরোমণি
ভক্তজনে দয়ারূপা তুমি।

যত কৃষ্ণভক্তগণ তোমা সেবে অনুক্ষণ
নম দেবি বন্দী এবে আমি ॥
নম সাধু-জনাশ্রয় ভক্তে দেও পদাশ্রয়
শুন শিবে কহিলাম তোমারে।
নম দেবী-শিরোমণি জগতের নিবাসিনী
বিরিঞ্চি আদি দেব সেবে যারে ॥
যেখানে তোমার গতি লক্ষ্মী তথা অবস্থিতি
নমস্তে কালিন্দী ঠাকুরাণী।
দেবের জননী তুমি তোমারে বন্দি যে আমি
ভক্তবাঞ্ছা পুরাও আপনি ॥
লোক নিস্তারের তরে সবাকারে কৃপা করে
অবতীর্ণা হইলে মহীতলে।
যে জন তোমার নীরে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে
তার কথা কহি কুতুহলে ॥
ব্রহ্ম হত্যা পাপ আদি যাহা হয় নিরবধি
জল স্পর্শে যায় ততক্ষণ।
পাপ আত্মা দুষ্কৃত লোক সর্ব যাবত
দেবের দুর্লভ পায় স্থান ॥
প্রার্থনা তোমার আগে শুন ওগো মহাভাগে
ত্বৎ সমীপে সেবা যেন করি।
তুমি সদা দেখ মোরে ভক্ত করে রাখ তীরে
গুল্মলতা কর সুরেশ্বরী ॥

স্বর্গ হতে এলে তুমি মর্তলোকে জানি আমি
কূর্ম নক্রগণের সেবিতা।
মুনিগণ যব-আদি কুশ পুষ্পে নিরবধি
কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়া সেবিতা ॥×॥×॥

এইত কহিনু আমি দেবি যে শুনিলে তুমি
কালিন্দীর স্তব যে উত্তম।
যে পড়ে উঠিয়া প্রাতে শ্রদ্ধাবান হয়ে চিত্তে
তার ফল অতি যে উত্তম ॥
যেই জন পূজাকালে অথবা সন্ধ্যাতে বলে
প্রিয় তারে হন যমানুজা।
এই স্তোত্রে অনাদর যে করে সে পামর
তাঁর প্রতি রুষ্ট নন্দাত্মজ ॥
ইতি ব্রহ্ম যামলেতে চৈতন্যের কল্পেতে
শিবদুর্গা সংবাদ কথন।
যমুনার স্তবেতে সম্পূর্ণ হইত এতে
ষষ্ঠ অধ্যায় প্রকৃত বর্ণন ॥

—✿—
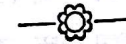
সপ্তম অধ্যায়

শিব ঠাকুর কহিতেছেন—

এই কহি চৈতন্যের কল্পের লক্ষণ।
এই স্তবরাজ হন অতি বিচক্ষণ॥
অপ্রকাশ এই স্তব গোপনীয় অতি।
তোমার স্নেহেতে এই কহিগো পার্বতি॥
যারে তারে নাহি দিবে ওগো সুরেশ্বরি।
ভক্তজন বিনা অন্যে না দিও শঙ্করী॥
এইত চৈতন্য কল্প পড়ে সদা যেই।
চৈতন্য ভগবান্ তাঁর বশ সর্বদাই॥
ভক্তপ্রিয় গৌরচন্দ্র শচীর নন্দন।
তাঁরে যেই ভজে তার বশ অনুক্ষণ॥
তাঁহারে যে ভজে ভক্তিমান্ হয়ে নিত্য।
তাহার বশ সর্বদা হয়েন শচীসুত॥
শুনিয়া চৈতন্য কল্প হরির ভজন।
বিস্ময় পর্বত-কন্যা হইল তখন॥
আনন্দ হইয়ে তবে নগেন্দ্র-নন্দিনী।
হরির ভজন গান উচ্চ করি ধ্বনি॥
লোক নিস্তারের লাগি করি হরিনাম।
হিমগিরি সুতা গান মধুর সুঠাম॥
শ্রীহরির নামে দেয় চিত্ত যেই জন।
জীবন্মুক্ত অন্তে পায় যুগল চরণ।

ইতি শ্রীব্রহ্ম-যামলে উক্ত এ-কথনে।
চৈতন্য কল্প স্তব হইল বর্ণনে॥
সপ্তম অধ্যায় এই হইলেক পূর্ণ।
শ্রবণ পঠনে পাপ তাপ হবে শূন্য॥
ইহার শ্রবণ পঠনেতে যাহা হয়।
কি লিখিয়া আমি জানাইব মহাশয়॥
আমি ক্ষুদ্র জীব শব্দশাস্ত্র নাহি জানি।
প্রভু কৃপা বলে শ্লোক অর্থ যে বাখানি॥
ব্রহ্ম-যামল ইহা গোপনীয় অতি।
শিববাক্য গুপ্ত ব্যক্ত করিনু সম্প্রতি॥
বহু যত্নে আমি এই শাস্ত্র আনাইয়া।
প্রকাশিত করিনু ভক্ত গোষ্ঠির লাগিয়া॥
চৈতন্যের তত্ত্ব আদি ইহাতে লিখন।
শিববাক্য শ্লোক অর্থ করিনু বর্ণন॥
শিব উক্তি হয়, নহে অন্যের বর্ণন।
প্রাপ্ত হইয়া ভাষা করিলু লিখন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া সদা শ্রীগুরু চরণ।
নবদ্বীপে বসি লিখি আনন্দিত মন॥

—:❀:—